নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা | স্বাক্ষর
প্রাপ্তি নং ১২৭৪৩
তারিখ ১৩.০৯.২২
পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)
সহকারী পরিচালক (সমন্বয় ও সিনিঃ মাদ্রাসা/প্রশাসন)
দাখিল ও এবং মাদ্রাসা/অর্থ/অডিঃ ও আইন/
প্রশিঃ ও শারীরিক/গবেষণা ও উন্নয়ন।
নথিতে দিন
মহা-পরিচালক

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০১.২০২১.২৫৭

২৪ ভাদ্র ১৪২৯
তারিখ:
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: জাতীয় সংসদের ৩৩ গাইবান্ধা-৫ শূন্য আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ।

সূত্র:

(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আধাসরকারি পত্র নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৬.২১.২৮১ তারিখ: ০১.০৯.২০২২

(২) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আধাসরকারি পত্র নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৬.২১.২৮২ তারিখ: ০১.০৯.২০২২

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের ৩৩ গাইবান্ধা-৫ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন আগামী ১২ অক্টোবর ২০২২ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

০২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জানিয়েছে যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গন ভোটকেন্দ্র হিসেবে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত হবে।

০৩। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জারিকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ৫ ও ৬ ধারায় শৃঙ্খলামূলক বিধানাবলি বিধৃত রয়েছে।

০৪। উল্লেখ্য, নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন কর্মকর্তা' হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। ভোটগ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি সকলেই নির্বাচন কর্মকর্তা। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

০৬। এমতাবস্থায়, (ক) উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ঙ অনুসারে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৭। উপরোল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ জারিসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/ আধাস্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এ এস এম ফেরদৌস)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রশাসন শাখা
গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), নিউ বেইলী রোড, ঢাকা

স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৮-৩০১

তারিখ: ০৩ আশ্বিন, ১৪২৯
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত উপরিউল্লিখিত ০৮/০৯/২০২২ তারিখের ০৪.০০.০০৫৩.০০১.২০২১.২৫৭ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ ফর্দ

১৮/০৯/২০২২

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ পরিচালক (প্রশাসন)
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
ফোন: ৪১০৩০১৬৩
ddadme@gmail.com

অধ্যক্ষ/সুপার/এবতেদায়ী প্রধান....(মাদ্রাসা)
গাইবান্ধা-৫ নির্বাচনী এলাকা (ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলা)

বিতরণ:

১। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর
২। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার... (ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলা)
৪। জেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধ
৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলা

} তাঁর আওতাধীন সকল মাদ্রাসায় উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সদয় অনুলিপি:

১। সচিব মহোদয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা | স্বাক্ষর
প্রাপ্তি নং ১২৫৪৬
তারিখ ১৫/০৯/২২
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)
সহকারী পরিচালক (সহঃ ও সিনিঃ মাদ্রাসা/প্রশাসন)
দাখিল ও এবং মাদ্রাসা/অর্থ/অডিঃ ও আইন/
প্রশিঃ ও শাস্তি/গবেষণা ও উন্নয়ন।
নথিতে দিন
মহা-পরিচালক

D D (A)
Endorse Notice
AD (A)

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০১.২০২১.২৫৭

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৯
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: জাতীয় সংসদের ৩৩ গাইবান্ধা-৫ শূন্য আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ।

সূত্র:

(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আধাসরকারি পত্র নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৬.২১.২৮১ তারিখ: ০১.০৯.২০২২

(২) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আধাসরকারি পত্র নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৬.২১.২৮২ তারিখ: ০১.০৯.২০২২

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের ৩৩ গাইবান্ধা-৫ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন আগামী ১২ অক্টোবর ২০২২ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

০২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জানিয়েছে যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গন ভোটকেন্দ্র হিসেবে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত হবে।

০৩। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জারিকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ৫ ও ৬ ধারায় শৃঙ্খলামূলক বিধানাবলি বিধৃত রয়েছে।

০৪। উল্লেখ্য, নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন কর্মকর্তা' হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। ভোটগ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি সকলেই নির্বাচন কর্মকর্তা। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

০৬। এমতাবস্থায়, (ক) উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ঙ অনুসারে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৭। উপরোল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ জারিসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/ আধাস্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এ এস এম ফেরদৌস)
উপসচিব
ফোন: ০২২২৩৩৮৭৪৪৯
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০১.২০২১.২৫৭

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৯ / ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব,...মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর।
০৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
০৭। পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা।
০৮। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
০৯। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী ও রিটার্নিং অফিসার।
১০। জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, গাইবান্ধা।
১১। জেলা নির্বাচন অফিসার, গাইবান্ধা/নওগাঁ ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
১২। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

সদয় অবগতির জন্য:

০১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
০৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
০৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

০৮.০৯.২০২২
(এ এস এম ফেরদৌস)
উপসচিব
ফোন: ০২২২৩৩৮৭৪৪৯
email:gfa_branch@cabinet.gov.bd